Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা আক্তার মুনা

রোলঃ 228020691

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা আক্তার মুনা
রোলঃ 228020691

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খাদিজা আক্তার মুনা, আইডিঃ 228020691 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মুনা

(স্বাক্ষর)

খাদিজা আক্তার মুনা

আইডিঃ 228020691

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

শুরুর কথা....................5
নিয়ত ঠিক করা....................6
মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি....................7
মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার গুরুত্ব....................9
মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা....................11
মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রধান অন্তরায়....................13
মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য আমাদের করণীয়....................14
মুসলিমদের সংকট মোকাবিলা উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব....................16
মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক....................18
মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদিস....................20

শুরুর কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন, আমাদের বিভিন্ন নেয়ামত দান করেছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। যিনি হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। যার উপর মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন। যিনি সর্বদা উম্মতের ফিকির করেছেন। আমরা হলাম শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। নবীজিﷺ সর্বদা উম্মতের ফিকির করেছেন। উম্মতের জন্য কাজ করেছেন। নবীজি ﷺসর্বদা উম্মতের ঐক্যবদ্ধ হওয়া কে গুরুত্ব দিয়েছেন। তার জীবন অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাবো তিনি বিভিন্ন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছেন। তিনি গোত্র ও বর্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা। একে অপরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করা। মহান আল্লাহ তায়ালাও উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাকে পছন্দ করেন না।মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَا عْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۖ وَا ذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَ لَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَ صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَا نًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّا رِ فَاَ نْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَـكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

"আল্লাহর রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'মাত স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নি-গহ্বরের প্রান্তে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাথেকে রক্ষা করলেন। এভাবে আল্লাহ নিজের নিদর্শনাবলী তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হও।"
(সূরা আলে ইমরান :আয়াত১০৩)
এই আয়াতের মাধ্যমে মহান সকল মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে বলেছেন,পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন।

নিয়ত ঠিক করা

যেকোনো কাজের জন্য সর্বপ্রথম নিয়ত ঠিক করার জন্য জরুরি। একজন মুসলিমের সকল কাজই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। নিয়ত হল অন্তরের বিষয় মুখে উচ্চারন করার কোনো বিষয় নয়। অর্থাৎ কোন কাজ করার পূর্বে মনে মনে নিয়ত ঠিক করে নিলেই হবে এর জন্য মুখে কিছু বলতে হবে না বা মুখে উচ্চারণ করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। একজন মুসলিম হিসেবে সব কাজের পূর্বে আমাদের নিয়ত ঠিক করে নিতে হবে। কারণ প্রত্যেক কাজই আমাদের নিয়তের উপর নির্ভরশীল। নিয়ত ঠিক না হলে কোন আমলই কবুল হবে না। আমাদের সকল কাজই হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কেননা আমরা যত ভালো কাজই করি না কেন সেই কাজটি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হয় আমাদের কাজটি কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই সকল কাজ করার পূর্বেই আমাদের নিয়ত ঠিক করে নিতে হবে যে, কাজটি কি আমি মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করছে কিনা।নিয়ত নিয়ে হযরত মুহাম্মদﷺ এর একটি সুন্দর হাদীস আছে।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

‘আলক্কামাহ ইব্‌নু ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আমি ‘উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রাঃ)-কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে- তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে, সে হিজরত করেছে।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১)

এই হাদিসের মাধ্যমে আমরা নিয়ত এর গুরুত্ব বুঝতে পারছি। মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও সর্বপ্রথম আমাদের নিয়ত ঠিক করে নিতে হবে।আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তাহলেই আমরা এই কাজের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ে জায়গায় সফল হতে পারবো । আমরা যদি শুরুতেই আমাদের নিয়ত ঠিক করে নেই

যে আমরা একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির জন্যই ঐক্যবদ্ধ হতে চাই তাহলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়াতে কোন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবেনা ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের অন্যতম ভিত্তি হল তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ। আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই।আমরা সকল মুসলিমরা এই কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। এর মাধ্যমে আমরা একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হই। আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা এক। আমাদের দিন এক, আমাদের নবী এক।আমরা সবাই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত। আমাদের দিন হল ইসলাম। আর আমরা হলাম মুসলিম উম্মাহ। মুসলিম উম্মাহ এক আকিদায় বিশ্বাসী।

কালেমায়ে তাইয়্যেবা:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

বাংলা অর্থ:

"আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।"

মুসলিমরা সবাই এই কালেমাটি মনে প্রানে বিশ্বাস করে। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি হলো এই কালেমাটি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই । সে তার উপর যুল্ম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৪৪২)

এই হাদিসটির মূল বিষয় হলো ভ্রাতৃত্ববোধ। আর মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য এই ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন ভাই যেমন নিজের ভাইকে ভালোবাসে,এক ভাই অন্য ভাইয়ের কথায় গুরুত্ব দেয়, একজন অপরজনকে সম্মান করে, ভাইয়ের বিপদ আপদে পাশে দাঁড়ায় ঠিক তেমনি মুসলিম হিসেবে আমরা একে অপরকে ভালোবাসবো, একজন অপরজনের কথায় গুরুত্ব দেব, অপর ভাইকে সম্মান করবো, মুসলিম ভাইদের বিপদ আপদে তাদের পাশে দাঁড়াবো। এর মাধ্যমেই এক মুসলিম ভাইয়ের সাথে অপর মুসলিম ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হবে । আর এ ভ্রাতৃত্ববোধই হলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন ভিত্তি। এছাড়া ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সমূহ যেমন :নামাজ, রোজা, হজ্ব,যাকাত এগুলো একজন মুসলমানকে অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে ঐক্যবদ্ধ করে। মুসলিমরা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। পুরুষেরা মসজিদে জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করে। মসজিদের মধ্যে ছোট বড়, ধনী গরীব সকলে একসাথে নামাজ আদায় করে। এর মাধ্যমেও পরস্পরের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে। পবিত্র রমজান মাসে মুসলিমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রমজানের রোজা রাখে। ধনীরা গরীবদের যাকাত প্রদান করে এতে করে সমাজের সমতা বজায় থাকে। এছাড়া হজের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়। সেখানে থাকে বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ভাষার এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ। সবার মধ্যে এত এত ভিন্নতা থাকার পরেও কেউ কারো সাথে কোনো বিভেদ করে না। তারা সবাই তখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঐক্যবদ্ধ হয়। সবাই মিলেমিশে একসাথে হজ পালন করে। এর মাধ্যমেও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য তৈরি হয়। অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণ করা, ইসলামের মৌলিক দিকগুলো অনুসরণ করা এই সবগুলোই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অন্যতম ভিওি।কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ সহজেই একজন অপরজনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার গুরুত্ব

ইসলাম হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান। ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম, ইসলাম হলো ঐক্যের ধর্ম। ইসলাম সর্বদা একজন মুসলিমের সাথে অপর মুসলিম ভাইয়ের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকাকে গুরুত্ব দেয়। ইসলাম ধর্মে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকাটা হল মুসলিমদের জন্য গর্বের বিষয়। ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকাটা আমাদের শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। আর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা আমাদের দুর্বল করে দেয়।যেমন : কেউ যদি দশটি লাঠি একত্রে বেঁধে কাউকে ভাঙতে বলে সে কিন্তু সেটা সহজে ভাঙতে পারবে না অপরদিকে লাঠিগুলোর বাঁধন খুলে একটা লাঠি যদি কাউকে ভাঙতে দেওয়া হয় তাহলে সে খুব সহজেই লাঠিটি ভেঙ্গে ফেলতে পারবে। ঠিক তেমনি আমরা মুসলিমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকি তাহলে কোন কিছুই সহজে আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই তাহলে যে কোন কিছু খুব সহজেই আমাদের ক্ষতি করতে পারবে। মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার মধ্যে রয়েছে শক্তি। যখন মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ ছিলো তখন তারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও তখন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু এখন বিশ্বে এত সংখ্যক মুসলিম থাকার পরেও মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ থাকার কারণে মুসলিমরা এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে এখনো যদি মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে খুব সহজেই তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না। আমরা জানি যে, একতাই বল। সবাই মিলে একসাথে অনেক কঠিন কাজও খুব সহজেই করে ফেলা সম্ভব। কিন্তু একক ভাবে অনেক কাজই ঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার আদেশ দিয়েছেন।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সর্বদা উম্মতের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার মাধ্যমে উম্মাহর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।যেকোনো জাতি পরস্পর পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকলে সহজেই শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় । ঠিক তেমনি মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার মাধ্যমে খুব সহজেই শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহ যদি নিজেদের মধ্যে দলাদলি করে বিভেদ সৃষ্টি করে, তাহলে শত্রুরা সহজেই মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করে তাদের ক্ষতি করতে পারবে।মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দল গঠন করলে বাইরের শত্রুরা সহজে আঘাত করার সুযোগ পায়। ঐক্যের অভাবে অনেক সময় মুসলিমরা একে অন্যের ক্ষতি করে ফেলে। যেখানে কথা ছিল একজন মুসলিম ভাই তার অপর মুসলিম ভাইয়ের বিপদে পাশে দাঁড়াবে , সেখানে ঐক্যের অভাবে একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিম ভাইয়ের ক্ষতির

কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ থাকার মাধ্যমে নিজের ও তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে পারে। একক ভাবে থাকার মাধ্যমে যেটা কখনোই সম্ভব না। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা ইসলাম আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়,পরস্পর পরস্পরের সাথে বিভক্ত হওয়ার শিক্ষা দেয় না। আর একে অন্যের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীর সব জায়গায় ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী আমরা সকলেই মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত। মুসলিমরা সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে। একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে। আর কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের এক মুসলিম ভাইয়ের সাথে অপর মুসলিম ভাইয়ের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়।

পবিত্র আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَ صْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَا تَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও।"

(সূরা হুজরাত,আয়াত- ১০)

এই আয়াতের মাধ্যমে এক মুসলিম ভাইয়ের সাথে অপর মুসলিম ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে।আর পরস্পর পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকার মাধ্যমেই এই ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى".

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬০১১)

এই হাদিসটির মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে একটি দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দেহের একটি অংশ যেমন অপর অংশের উপর নির্ভরশীল, দেহের এক অংশ ব্যাথা পেলে অপর অংশ যেমন ব্যাথা অনুভব করে। ঠিক তেমনি মুসলিম উম্মাহর এক ভাই অন্য ভাইয়ের কষ্ট অনুভব করবে। একজন অপরজনের বিপদে পাশে দাঁড়াবে। এই হাদিসটির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়। যেকোনো সমাজ বা জাতিতে ঐক্য থাকলে

শান্তিপূর্ন পরিবেশ বজায় থাকে। তখন বাইরের কোনো শত্রু সহজে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। অপরদিকে বিভক্তি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করে। এর ফলে সকলের মাঝে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়। বাইরের শত্রুরাও সহজেই আক্রমণ করতে পারে, খুব সহজেই অনেক বড় ক্ষতি করতে পারে। ঠিক তেমনি মুসলিম উম্মাহ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকলে শক্তিশালী হতে পারে। এর ফলে বাইরের শত্রুরাও সহজে মুসলিমদের ক্ষতি করতে পারে না। মুসলিমদের এই ঐক্যবদ্ধতাকে শত্রুরা ভয় পায়। তাই তারা সব সময় মুসলিমদের বিভক্ত করতে চায়। ঐক্যই হল শক্তি। আর বিভক্তি হলো দুর্বলতা। ঐক্যবদ্ধ থাকা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। ঐক্যবদ্ধ থাকার মাধ্যমে খুব সহজেই বিজয় আনয়ন করা সম্ভব। ঠিক তেমনি মুসলিম উম্মাহ যদি ঐক্যবদ্ধ না হয় তাহলে সহজে বিজয় লাভ করতে পারবে না।অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হলে, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করতে হলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার আদেশ করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। মুসলিম জাতির বিভক্তি কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না। মুসলিম জাতির উন্নয়নের পথে প্রধান বাঁধা হলো পরস্পরের মধ্যে এই বিভক্তি। যদি মুসলিম উম্মাহরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পারে,তাহলে খুব সহজে মুসলিম জাতির উন্নয়ন করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ। সবশেষে আমরা বলতে পারি, মুসলিম জাতির সফলতার জন্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রধান অন্তরায়

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যেমন :আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক। বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন মতভেদে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিভাজন করেছে। ইসলাম ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা না জানাই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রধান অন্তরায়। আমরা অনেক সময় মুসলিম উম্মাহর এই ঐক্যের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকি। আমরা মনে করি যে, ঐক্য বলতেই একমত বুঝায়। ঐক্যমত বলতে কখনো একমত হওয়া বোঝায় না। সবাই মিলে একমত হয়ে যাবে এটা কখনোই সম্ভব নয়। মানুষ হিসেবে সবার আলাদা আলাদা মতামত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আমাদের সকলকে পরস্পরের মতামতকে সম্মান করতে হবে। এক মুসলিম ভাই তার অপর মুসলিম ভাইকে সম্মান করবে।পরস্পরের প্রতি এই সম্মানবোধই হলো ঐক্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে মুসলিমদের মধ্যে অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি এই সম্মানবোধটা অনেকাংশে কমে গেছে।সবাই নিজের মতামতকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত। অন্য মুসলিম ভাইয়ের দোষ খুঁজতে তৎপর। আর এটাই বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রধান অন্তরায়। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন মাযহাব, দল ও গোষ্ঠীতে বিভাজন দেখা যায়। সবাই নিজের মাযহাব, দল ও গোষ্ঠীকে বড় মনে করে। আর অপর দল, মাযহাব ও গোষ্ঠীকে ছোট মনে করে। নিজের মতামতকে সঠিক মনে করে। আর নিজের মতের সাথে অন্যের মতের সামান্য অমিল হলেই তাকে ভুল মনে করে। তাকে নিজের প্রতিপক্ষ মনে করতে শুরু করে। এই মনোভাব মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম বড় একটি কারণ। ইসলাম আমাদের সর্বদা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়। তবে আজকাল অনেকেই ইসলামের এই প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আর ইসলামের এই প্রকৃত শিক্ষা না জানার কারণে মুসলিম উম্মাহ পরস্পরের সাথে বিভেদ তৈরি করছে। এছাড়াও পরস্পরের প্রতি অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ এগুলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে বিনষ্ট করে। লোভ খুবই ভয়ঙ্কর জিনিস। অনেক সময় ক্ষমতার লোভে একজন মুসলিম ভাই অপর মুসলিম ভাইয়ের বিপক্ষে চলে যায়। ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক রয়েছে। যেটা এখন ধনীরা সঠিকভাবে আদায় করে না। এটাও পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়। বর্তমানে খুব কম সংখ্যক মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। বেশিরভাগ মানুষই কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না। সমাজের বেশিরভাগ মানুষই এখন পশ্চিমা সংস্কৃতি অনুসরণ করে। বিধর্মীদের সংস্কৃতি অনুসরণ করে। পশ্চিমারা কখনো মুসলিমদের ভালো চায়না। তারা মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে দিতে চায় না। কারণ তারা জানে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে খুব সহজে মুসলিমরা যে কোন

কিছুতে বিজয় লাভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিমরা যদি পরস্পর বিভক্ত হয়ে যায় তাহলে খুব সহজেই তাদের হারিয়ে দেওয়া সম্ভব। তাই পশ্চিমারা সবসময় মুসলিম উম্মাহদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আটকাতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। আর মুসলিমরাও পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে যে তারা নিজেদের কত বড় ক্ষতি করছে তা তারা নিজেরাও বুঝতে পারে না। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের অন্যতম বাঁধা হিসেবে বর্তমানে আধুনিক মিডিয়া অনেক অংশে দায়ী। তারা উম্মাহর ঐক্য নষ্ট করতে উম্মাহর মাঝে বিভিন্ন ভুল তথ্য, ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে। মুসলিম ভাইদের মধ্যে বিভক্তির জন্য বিভিন্ন কলা কৌশল অবলম্বন করে। এর ফলে এক মুসলিম ভাই তার অপর মুসলিম ভাইকে ভুল বুঝে। এবং নিজেদের মধ্যে দলাদলি করে। যার ফলে একজনের সাথে আরেকজনের দূরত্ব তৈরি হয়। যা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য আমাদের করণীয়

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বাস্তবায়নের জন্য আমাদের বেশ কিছু করণীয় রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বাস্তবায়নের জন্য আমাদের বেশ কিছু কাজ করতে হবে, যে কাজগুলো ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।তাওহীদ ও কোরআন - সুন্নাহর অনুসরণ হলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের অন্যতম ভিত্তি। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালার একত্বে বিশ্বাস করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা অনুসরণ করার মাধ্যমে আমরা মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারি। একজন মুসলিম ভাইয়ের সাথে অপর মুসলিম ভাইয়ের মতভেদ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল মতভেদের জন্য পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করা যাবে না। আমার মতের সাথে আরেকজনের মতের মিল হচ্ছে না দেখেই তাকে ভুল ভাবা যাবে না। সব সময় মনে রাখতে হবে সে আমার একজন মুসলিম ভাই। তার সাথে আমার ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক রয়েছে। তার সাথে আমার মতের মিল নাই হতে পারে, এইজন্য মুসলিম ভাইদের মধ্যে থাকা ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক কখনো নষ্ট হতে দেয়া যাবে না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা এগুলো বজায় রাখতে হবে। একজনের সাথে মতের অমিল হলে তাকে নিজের শত্রু বা প্রতিপক্ষ ভাবা যাবে না। অপর মুসলিম ভাইকে কখনো নিজের থেকে ছোট মনে করা যাবে না। এই বিষয়গুলো মানার মাধ্যমে সহজেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য গঠন করা সম্ভব। বর্তমানে মুসলিম ভাই বোনদের মধ্যে ব্যাপক পরিমাণে সঠিক দ্বীনি শিক্ষার অভাব রয়েছে। আর এই দ্বীনি শিক্ষার অভাব অনেকাংশেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভক্তি তৈরি করে থাকে। আমরা যদি মুসলিম উম্মাহ কে সঠিক দ্বীনি শিক্ষায়

শিক্ষিত করতে পারি, তাহলে তারা খুব সহজে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং মুসলিম উম্মাহ কে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নিজেদের সাধ্যমতো কাজ করতে পারবে। আমাদের সৃষ্টিকর্তা এক, আমাদের নবী এক, আমাদের দ্বীন এক, আমাদের কাবা এক।আমরা মুসলিম এটাই আমাদের সব থেকে বড় পরিচয়। আমরা একেকজন একেক দল বা জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। কিন্তু এর জন্য আমাদের আসল পরিচয় ভুলে গেলে চলবে না। আমরা মুসলিমরা পরস্পর পরস্পরের ভাই। ভাইয়ের সাথে অপর ভাইয়ের মত অমিল হতেই পারে এর জন্য যেমন এক ভাই তার অন্য ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে না। ঠিক তেমনি আমাদের মুসলিম ভাইদের সাথে আমাদের মতের অমিল হলে আমরা আমাদের মুসলিম ভাইদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করবো না বরং একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্টা করব। পুরো পৃথিবীতে মুসলিমরা বসবাস করছে। মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে খুব সহজেই ঐক্য গঠন করা সম্ভব। এছাড়াও মুসলিম নেতা এবং শাসকদের কে অবশ্যই আল্লাহ ভীরু এবং দায়িত্ববান হতে হবে। তারা দলীয় স্বার্থ না দেখে সবসময়ই মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করবে। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য গঠন করতে পারবে। সমাজের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে নারী এবং তরুণ। একজন সন্তানের বিকাশ কি করে ঘটবে শিশুটি বড় হলে কেমন মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে তা অনেকাংশে তার মায়ের দেয়া শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। একজন মা ই পারে তার সন্তানকে সঠিক শিক্ষায় বড় করে তুলতে। আর তরুণরা হল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তাই নারী ও তরুণদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে,তাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে তাদের মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো সম্ভব।আর এর মাধ্যমে তারা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বেশি বেশি দোয়া করা। পবিত্র আল কুরআনের মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَقَا لَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيٓ اَسْتَجِبْ لَـكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَا دَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَا خِرِيْنَ

"তোমার প্রতিপালক বলেন- তোমরা আমাকে ডাকো, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব। যারা অহংকারবশতঃ আমার ‘ইবাদাত করে না, নিশ্চিতই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

(সূরা গাফির,আয়াত ৬০)

একমাত্র আল্লাহ তা'আলা পারেন আমাদের সাহায্য করতে, আমাদের চাওয়াগুলো পূরণ করতে, আমাদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতে। সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত কখনো মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। তাই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য চেষ্টা করার পাশাপাশি আমাদের সকলকে আল্লাহর নিকট দোয়া করে যেতে হবে। এছাড়াও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমাদের অন্যতম আরেকটি করণীয় হলো, প্রত্যেককে

নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে। অপর মুসলিম ভাই কেন করল না এটা না ভেবে নিজেদের সাধ্যমত কাজ করে যেতে হবে। আমরা যদি নিজেদের অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করি, আল্লাহর নিকট দোয়া করি। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন। আর এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়া সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

মুসলিমদের সংকট মোকাবিলা উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব

বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম ভাই-বোনেরা বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত নির্যাতিত হচ্ছেন। কখনো রাজনৈতিক, কখনো অর্থনৈতিক বিভিন্নভাবে মুসলিমরা আজ নির্যাতনের শিকার। আজ আমরা মুসলিমরা বিভিন্ন দল, মত ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেছি।আর এই বিভক্তি মুসলিমদের দুর্বল করে ফেলেছে। মূলত এই বিভক্তির কারণেই বর্তমানে মুসলিম ভাই-বোনেরা বিশ্বের নানা প্রান্তে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ফিলিস্তিন, সিরিয়া, কাশ্মীর, ইয়েমেন সহ বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে। মুসলিমদের এই নির্যাতনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যের অভাব। বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ মুসলিম ভাই বোনেরা তাদের নিজেদের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে, সবাই শুধুমাত্র তাদের নিজেদের চিন্তা করতেই ব্যস্ত। অপর মুসলিম ভাই বোনের হাজারো কষ্টেও কারো কিছু যায় আসে না। মুসলিমরা এখন ছোট ছোট বিভিন্ন জাতি ও দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কোন ঐক্য নেই। পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, সম্মানবোধ নেই। একজন অন্যজনের বিপদে চুপ করে থাকে। অথচ প্রয়োজন ছিল এক মুসলিম ভাই তার অপর মুসলিম ভাইয়ের বিপদে এগিয়ে আসবে। মুসলিম ভাইয়ের কষ্টে কষ্ট পাবে। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে বলেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَلَا تَكُوْنُوْا كَا لَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَا خْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُ ولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَا بٌ عَظِيْمٌ ۙ

"তোমরা সেই লোকদের মত হয়ে যেয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন পৌঁছার পরে বিভক্ত হয়েছে ও মতভেদ করেছে এবং এ শ্রেণীর লোকেদের জন্য আছে মহা শাস্তি।"
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৫)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার মাধ্যমেই রয়েছে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের জন্য কল্যাণ। পরস্পরের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনদিনও দুনিয়া ও আখিরাত কোন স্থানেই কল্যাণ বয়ে আনা সম্ভব নয়। এক মুসলিম ভাই অপর মুসলিম ভাইয়ের সামনে হাজারো

নির্যাতনের শিকার হলেও তাকে সাহায্য করতে কোনো মুসলিম ভাই এগিয়ে আসে না। এর থেকে কষ্টের বিষয় আর কি হতে পারে। পশ্চিমা বিশ্ব জানে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। তাই তারা সবসময় মুসলিমদের ঐক্য নষ্ট করতে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিমরাও তাদের ধোঁকায় পা দিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে। মুসলিমরা যদি পশ্চিমাদের হারাতে চায়, সব ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করতে চায় তাহলে সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্যে ঐক্য গঠন করতে হবে। একে অপরকে সহযোগিতা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। কারণ একে অপরকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে খুব সহজেই উম্মাহ নিজেদের উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে ইন শা আল্লাহ। ঐক্যবদ্ধ জাতি সবসময় শত্রুর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনো নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না। নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকার মাধ্যমে নিজেদেরকে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলে। এর ফলে শএুরাও তাদের আক্রমণ করতে ভয় পায়।অতীতে মুসলিমরা ছিল শক্তিশালী। তারা দেশ পরিচালনার মত কঠিন কাজেও ছিল পারদর্শী। তখন মুসলিমদের সংখ্যা কম থাকার পরেও তারা শক্তিশালী ছিল।মুসলিম উম্মাহ তখন শত্রুদের মোকাবিলা করতে ভয় পেত না।কারণ তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ছিল। মুসলিম কোন ভাই বোন বিপদে পড়লে অন্য মুসলিম ভাই-বোনেরা মিলে তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো। এর ফলে শত্রুরা সহজে মুসলিমদেরকে হারাতে পারত না। মুসলিম ভাই নির্যাতিত হলে সবাই মিলে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতো। তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক ছিল।আর এখন মুসলিম ভাই বোনেরা হাজারো বিপদে পড়লেও অপর মুসলিম ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসে না। এর মূল কারণ হলো মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্যের অভাব। এর ফলে শত্রুরাও নির্ভয়ে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করছে আর তাদের বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি করছে। আমরা যদি আমাদের মধ্যে থাকা ভেদাভেদ গুলোকে ভুলে আবার ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারি, তাহলে কোন শত্রু সহজে আমাদের হারাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলে শএুদের মনে ভয় তৈরি হবে। তারা তখন মুসলিমদের ক্ষতি করার আগে দুইবার ভাববে।আর যদি শত্রুরা ক্ষতি করতে চায়ও তখন মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শক্তিশালী মনোভাব গড়ে ওঠে । তখন তারা শএুদের মোকাবেলা করতেও ভয় পাবে না।শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকবে। ঠিক যেমন অতীতে মুসলিমরা দলবদ্ধভাবে লড়াই করে শত্রুদের হারিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে ঠিক তেমনি এখন যদি মুসলিমরা দলবদ্ধ হয়ে শএুদের সাথে লড়াই পারে। তাহলে আল্লাহ তাআলার রহমতে খুব সহজেই তারা শত্রুদের হারিয়ে দিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে মুসলিমদের এই সংকটের মূল কারণ যেহেতু মুসলিম উম্মাহর মধ্যে থাকা বিভক্তি। তাই সর্বপ্রথম মুসলিম উম্মাহর মধ্যে থাকা

এই বিভক্তি দূর করতে হবে। মুসলিম উম্মাহ যদি নিজেদের মধ্যে থাকা এই বিভক্তি দূর করে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তারা যে কোনো ধরনের সংকট খুব সহজে মোকাবেলা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক

মুসলিম উম্মাহর মাঝে মতবিরোধ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এর জন্য মুসলিম উম্মাহর মধ্যে থাকা ঐক্য নষ্ট করা যাবে না।মুসলিম উম্মাহর জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব অপরিসীম ।আমরা অনেক সময় মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে ভুল ব্যাখ্যা করি।ঐক্য মানে একমত হওয়া নয়। সবাই মিলে একমত হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। একজনের সাথে আরেকজনের মতের কিছুটা অমিল হবে এটাই স্বাভাবিক। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাবে একজন মুসলিম ভাইয়ের সাথে অপর মুসলিম ভাইয়ের মতামত মিলে যাচ্ছে । আবার অনেক সময় দেখা যাবে একজন মুসলিম ভাইয়ের সাথে অপর মুসলিম ভাইয়ের মতামতের মিল হচ্ছে না। পরস্পরের সাথে মতের অমিল হলেও একজন মুসলিম ভাই অপরজন মুসলিম ভাইকে সম্মান করবে, নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে না এটাই হলো ঐক্য। ইসলামে যুক্তিসংগত মতোবিরোধকে খারাপ মনে করে না। সাহাবীদের মধ্যেও কিছু বিষয়ে মতবিরোধ দেখা যেতো।তবে এই মতভেদের কারণে তারা পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করত না। পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ, ভালোবাসা বজায় রাখতো।মানুষের মধ্যে মতের অমিল থাকা একটি সাধারণ বিষয়। মতভেদ থাকতেই পারে এর জন্য নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে চলবে না। নিজেদের মধ্যে আলাদা আলাদা দল তৈরি করে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। ইসলামে মতভেদ থাকা মানে অকল্যাণকর নয়। যদি মতভেদটি যুক্তিসঙ্গত হয় এবং মতভেদ থাকার পরেও পরস্পরের সাথে ঐক্য বজায় থাকে তাহলে এতে ক্ষতির কিছু নেই। মতভেদ তখনই অকল্যাণকর যখন মতভেদের কারণে পরস্পরের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। একতাই বল। ঐক্যবদ্ধ হওয়া ব্যতীত বিজয় আনা সম্ভব নয়। কুরআন ও সুন্নাহ সব সময় আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَاَ طِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَا زَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَا صْبِرُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ

"আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না, তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"

(সূরা আনফাল,আয়াত ৪৬)

ঐক্য মানে সবাই একই মত পোষন করবে এমন নয়। ঐক্য মানে হল সবার মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও একসাথে মিলেমিশে থাকা। এক মুসলিম ভাই অপর মুসলিম ভাইয়ের বিপদে পাশে থাকা। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসীল হওয়া। অপর ভাইয়ের মতকে ছোট করে না দেখা। এটাই হলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। একজনের মতের সাথে আরেকজনের মতের অমিল হলেই তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে যায় না। মতভেদ থাকবেই এটাই স্বাভাবিক। তবে এই মতভেদ যেন পরস্পরের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি না করে। বৈধ মতভেদ থাকাকে খারাপ মনে করা হয় না। তবে মতভেদ যদি মুসলিম উম্মাহর মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদের সৃষ্টি করে তবে সেটা কখনো ভালো কিছু নয়। মতভেদ থাকার পরেও একজন মুসলিম ভাই তার অপর মুসলিম ভাইকে সম্মানের চোখে দেখবে। পরস্পর পরস্পরের মতামতকে গুরুত্ব দিবে। একজনের মতের সাথে আরেকজনের মতের মিল না হলেই তাকে ভুল, গুনাহগার মনে করা যাবে না। ইসলাম কখনো আমাদের এটা শেখায় না। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা না থাকায় অনেকেই মুসলিমদের মাঝে সাধারণ মতবিরোধ থাকাকে খারাপ মনে করে। তবে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে মাঝে মাঝে একজনের মতের সাথে আরেকজনের মতের কিছুটা অমিল হবে। তবে মত বিরোধ যদি পরস্পরের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করে তবে অবশ্যই সেটা খারাপ। তাই আমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে, মতবিরোধ যেন কখনো মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য নষ্ট করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদিস

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম সবসময় আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়। কুরআন ও হাদিস উভয় স্থানেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে বলেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদিস সমূহে উম্মতের ঐক্যেবদ্ধ থাকার কথা বলা হয়েছে।

ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতকে অথবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-র উম্মাতকে কখনোও গোমরাহীর উপর সমবেত করবেন না। আর জামা'আতের উপর আল্লাহ্ তা'আলার হাত (সাহায্য) প্রসারিত। যে লোক (মুসলিম সমাজ হতে) আলাদা হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে যাবে।

(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২১৬৭)

এই হাদিসটির মাধ্যমে জামাআতের সাথে থাকার গুরুত্ব বোঝা যায়। ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব বোঝা যায়। ঐক্যবদ্ধ থাকলে মহান আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেন। একজন মুসলিম ভাইয়ের সাথে তার অপর মুসলিম ভাইয়ের মতভেদ থাকতেই পারে এটাই স্বাভাবিক। মতভেদের কারণে নিজেদের মধ্যে থাকা ঐক্য নষ্ট করা যাবে না। মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি নিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস হলো,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَمَنْدَلٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ" .

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (মুসলিম) জামা'আত থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রজ্জু তাঁর গর্দান হতে খুলে ফেললো।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৫৮)

এই হাদিসটির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে। বিভক্তি কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না। মুসলিম উম্মাহ এখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। আর এই বিভক্তি

মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল করে ফেলেছে। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা শিকার হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলিম উম্মাহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এর মূল কারণ হলো মুসলিম উম্মাহর মধ্যে থাকা ঐক্যের অভাব। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে থাকা এই বিভক্তির কারণে শত্রুরা মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল ভেবে তাদের উপর আরো বেশি আক্রমণ করছে।পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ আবারও তাদের শক্তি ফিরে পেতে পারে । এর মাধ্যমে খুব সহজেই মুসলিম উম্মাহ সব জায়গায় বিজয় লাভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিম উম্মাহর মাঝে মতভেদ থাকবে এটাই স্বাভাবিক তবে এই মতপার্থক্য যেন বিভক্তির রূপ না নেয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ও তার সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে আমরা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সম্বন্ধে জানতে পারবো। এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারবো ইন শা আল্লাহ।